অন্যরকম পৃথিবী গড়তে চায়
গেটস ফাউন্ডেশন

তথ্যপ্রযুক্তির রাজ্যে বিল গেটস সবচে' বড় সফটওয়্যার কোম্পানি মাইক্রোসফটের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে পরিচিত। এই মাইক্রোসফটই আবার বিল গেটসকে এনে দিয়েছে বিশ্বের সবচে' ধনী ব্যক্তি হবার বিরল সৌভাগ্য। তবে অন্যান্য ধনীর মতো তিনি শুধু ধন সংগ্রহে মগ্ন হন নি। তিনি বিশ্বজুড়ে অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর স্বাস্থ্যসেবা বঞ্চিত মানুষগুলোর জন্য তৈরি করেছেন গেটস ফাউন্ডেশন— বিশ্বের সবচে' বড় ফাউন্ডেশন। এই ফাউন্ডেশনের সদস্য সংখ্যা বর্তমানে ২১৬ জন। আর ফাউন্ডেশন পরিচালনার মূল দায়িত্বে আছেন বিল গেটসের বৃদ্ধ বাবা উইলিয়াম হেনরী গেটস (সিনিয়র)। বর্তমানে গেটস ফাউন্ডেশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট এই বৃদ্ধ তরুণ বয়সে ছিলেন একজন আইনজীবী। মূলত তার বুদ্ধিতেই চলছে বর্তমান গেটস ফাউন্ডেশনের কর্মকাণ্ড। এছাড়া মাইক্রোসফটের সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট প্যাটিস্টোন সিফারও বর্তমানে এই ফাউন্ডেশনে কাজ করছেন বিনা বেতনে।

গেটস ফাউন্ডেশন গড়ে ওঠার নেপথ্য ঘটনা

গেটস ফাউন্ডেশন গড়ে ওঠার নেপথ্যের মূল নায়ক হলো বিল গেটস পত্নী মেলিন্ডা গেটস। ১৯৯৩ সালে বিল ও মেলিন্ডা গেটস যখন আফ্রিকা বেড়াতে যান তখন থেকেই এর সূত্রপাত। অনুন্নত দেশগুলোতে মানবতার কী চরম অবমাননা হয় সে সম্পর্কে মেলিন্ডার কোনো ধারণাই ছিল না। আফ্রিকা সফরে হাইতিতে ভ্রমণকালে তিনি নারী ও শিশুদের দুর্দশা দেখে ভীষণ আলোড়িত হন। দেশে ফিরে তিনি স্বামীকে এসব দুঃখপীড়িত মানুষের জন্য কিছু করার কথা বলেন। আর সেই প্রেরণা থেকেই তারা ১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠা করেন বিল ও মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশন।

গেটস ফাউন্ডেশনের কর্মকাণ্ড

গেটস ফাউন্ডেশন স্থাপনের সময় তাদের মূল লক্ষ্য ছিল জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন সংক্রান্ত কিছু করা। বিশেষত উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে জীবনযাত্রার মানের যে পার্থক্য শুধু সে কারণেই দারিদ্র্যপীড়িত এসব দেশের মানুষেরা প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত। তাই তাদের জন্য কিছু করাই ছিল এই ফাউন্ডেশনের প্রথম লক্ষ্য। পরবর্তীতে স্বাস্থ্যসেবার পাশাপাশি শিক্ষা এবং ডিজিটাল ডিভাইড দূরীকরণের বিভিন্ন বিষয় নিয়েও এই ফাউন্ডেশন কাজ করছে।

বিশ্বে জনস্বাস্থ্যের সমতা আনয়ন

মূলত আফ্রিকার বিভিন্ন অনুন্নত দেশগুলোর অভুক্ত, অর্ধভুক্ত, রোগাক্রান্ত, শীর্ণকায় মানুষগুলোকে দেখেই ফাউন্ডেশনটি স্থাপিত হয়। কেননা, তাদের অনুভূতি ছিল এই ফাউন্ডেশন ধনী ও দরিদ্র দেশগুলোর মধ্যকার একটি মৌলিক পার্থক্য দূরীকরণে কাজ করবে। এই মৌলিক পার্থক্য হলো জনগণের স্বাস্থ্য। তাদের মতে কিছু সংক্রামক রোগ আছে যা টাকা থাকলেই চিকিৎসার মাধ্যমে প্রতিরোধ ও নিরাময় করা যায়। আর এমন রোগে আক্রান্ত হয়ে পৃথিবীতে প্রতিবছর ১১ মিলিয়ন লোক মারা যাচ্ছে। ২ মিলিয়ন লোক শুধু প্রাথমিক পর্যায়ে পেনিসিলিনের মতো স্বল্পমূল্যের ওষুধ নাগালে না পাওয়ার কারণে অসুখে ভোগে। আর সে কারণেই পৃথিবীর ২৭টি দেশে মানুষে গড় আয়ু মাত্র ৫০ বছর যেখানে যুক্তরাষ্ট্রের মানুষের গড় আয়ু ৮০

বছর। শুধু সে কারণেই মৌলিক অধিকার স্বাস্থ্য নিয়ে গেটস ফাউন্ডেশন প্রথম মাঠে নামে। প্রয়োজনীয় ভ্যাকসিন ও ওষুধ সময়মতো সঠিক জায়গায় থাকলে অকাল মৃত্যু, শিশু মৃত্যু অনেকাংশে রোধ করা যেতে পারত। আর বিভিন্ন দারিদ্র পীড়িত দেশ স্রেফ রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে উন্নত দেশগুলো থেকে এসব সাহায্য বঞ্চিত হচ্ছে। গেটস ফাউন্ডেশন যেসব দেশে এসব সাহায্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করছে। শুধু পৌঁছে দেয়াই নয়,প্রয়োজনীয় ভ্যাকসিন তৈরি এমনকি নতুন ও কার্যকরী ভ্যাকসিন আবিষ্কার নিয়েও ফাউন্ডেশন কাজ করছে। তার মধ্যে সাম্প্রতিকতম হলো এইচআইভি/এইডসের প্রতিষেধক আবিষ্কারের লক্ষ্যে কাজ করা। তাছাড়া ম্যালেরিয়া ও গুটি বসন্ত নিয়েও তারা কাজ করছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে। ম্যালেরিয়ার জন্য নিজস্ব প্রতিষেধকও আবিষ্কার করেছে এই ফাউন্ডেশন। ফাউন্ডেশনের কাজ নিয়ে ভারতেও এসেছিলেন মেলিন্ডা গেটস। সেখানে ফাউন্ডেশনের পক্ষে নয়াদিল্লির বালক-বালিকাদের মাঝে প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতামূলক কর্মকাণ্ডেও অংশ নেন তিনি। ১৯৯৮ সালে প্রথম স্বাস্থ্য সেবার অংশ হিসেবে ১০০ মিলিয়ন ডলারের এক প্রকল্প নেয়া হয়। গরিব দেশগুলোতে ভ্যাকসিন সরবরাহ করাই ছিল এই কর্মসূচির প্রথম পদক্ষেপ। এর পরের বছর গেটস ফাউন্ডেশন ৭৫০ মিলিয়ন ডলার মূল্যের ভ্যাকসিনের ফান্ড গঠন করেন। বর্তমানে বিশ্বে আফ্রিকা, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ডসহ আরো অনেক দেশে গেটস ফাউন্ডেশনের শাখা রয়েছে। প্রচুর দক্ষ নার্স এসব শাখায় কাজ করে যাচ্ছে। এই ফাউন্ডেশনের সবচে' গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা হচ্ছে এইডসের ভ্যাকসিন আবিষ্কারের চেষ্টা। এছাড়া গরিব দেশগুলোতে আরো যেসব ব্যাধি ও স্বাস্থ্য সমস্যার ব্যাপারে ফাউন্ডেশন কাজ করে যাচ্ছে সেগুলো হলো— হৃদরোগ, শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ, স্ট্রোক, শিশু জন্মদান সংক্রান্ত সমস্যা, ক্রনিক লাংস ডিজিজ, ডায়রিয়া, যক্ষ্মা এবং ম্যালেরিয়া।

শিক্ষা খাতে গেটস ফাউন্ডেশন

২০০০ সালের মার্চে গেটস ফাউন্ডেশন শিক্ষাখাতে তাদের কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণ করে। এসময় তারা ৩ বছরের জন্য ৩টি অঞ্চলে ৩৫০ মিলিয়ন ডলারের প্রকল্প হাতে নেয়। প্রথমটি ওয়াশিংটন স্টেটের স্বল্প আয়ের ছাত্রদের জন্য, দ্বিতীয়টি সব স্টেটের মাইনরিটি ভুক্তদের জন্য আর তৃতীয়টি বিভিন্ন দেশের সেরা প্রতিভাদের জন্য যারা ইংল্যান্ডের ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করতে চায়। এছাড়াও ইন্টারনেট স্কুল ও লাইব্রেরির জন্যও তাদের অনেকগুলো কর্মসূচি হাতে রয়েছে। এছাড়া তারা অনুন্নত দেশগুলোতে শিক্ষার প্রসারের লক্ষ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে অনেকগুলো স্কুলও স্থাপন করেছে। যেখান থেকে প্রতিবছর ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুলে যেতে পারবে। তাছাড়া কলেজ পড়ুয়া ছাত্রদের জন্যও গেটস ফাউন্ডেশন পরিচালনা করছে বিভিন্ন ধরনের স্কলারশিপ প্রোগ্রাম।

ডিজিটাল ডিভাইড দূরীকরণে ভূমিকা

স্বল্প আয়ের এলাকার পাবলিক লাইব্রেরিগুলোতে কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের প্রচলন ঘটানোর কাজ ফাউন্ডেশন এ বছরই শুরু করেছে। তবে এই কাজ আপাতত যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এই লাইব্রেরি প্রোগ্রাম ফাউন্ডেশনের প্রথম বড় ধরনের কাজ, যেটি ডিজিটাল ডিভাইডের রোধে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে। তারা ইতোমধ্যেই ১৮টি স্টেটের লাইব্রেরি, কলম্বিয়া ডিস্ট্রিক্ট এবং কানাডার ১২টি প্রদেশে তাদের কার্যক্রম বিস্তার করেছে। তারা উত্তর আমেরিকার প্রায় অর্ধেক লোক অর্থাৎ ১৪৫.৩ মিলিয়ন লোককে বিনাখরচে ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ করে দিচ্ছে ২৮,৯৭৮টি কম্পিউটার সেটআপের মাধ্যমে। মাইক্রোসফট করপোরেশনের চেয়ারম্যান পদ থেকে সরে দাঁড়ানো বিল গেটস তার ব্যক্তিগত তহবিলের টাকায় গড়ে তুলেছেন গেটস ফাউন্ডেশন। শুধুমাত্র বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা দারিদ্র্যপীড়িতদের স্বাস্থ্য সেবায় নয়, নানা জনসেবামূলক কাজে বিভিন্ন সময় আবির্ভূত হয়েছেন তিনি মানবতার একনিষ্ঠ সেবক হিসেবে। আর সেজন্যই তার মৃত্যুর পর ব্যক্তিগত সমস্ত সম্পদ এবং মাইক্রোসফট করপোরেশন থেকে প্রাপ্ত সমুদয় সম্পদ তার পরিবার পরিজনের কাছে না গিয়ে চলে যাবে গেটস ফাউন্ডেশনের তহবিলে। সমৃদ্ধ করবে এই ফাউন্ডেশনকে, যা ব্যয় হবে বিশ্বের কোটি কোটি ভাগ্যহাত মানুষের কল্যাণে। আর এভাবেই ফাউন্ডেশন এগিয়ে যাবে সামনে, আরো সামনে।

∎ মোঃ মারুফ হোসেন